দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ঝিনাইদহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক নৈশ্য প্রহরি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৫৬ নং বাকড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশ্য প্রহরি কাম দপ্তরির বিরুদ্ধে স্কুলে না গিয়েও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের অভিযোগ উঠেছে।

বিভিন্ন মামলার আসামি হওয়াই প্রায় ২ মাস আত্মগোপনে থাকার পরেও বহাল তবিয়তে রয়েছে এই কর্মচারী।

জানাগেছে, ২০১৮ সালে বিদ্যালয়টিতে নৈশ্য প্রহরি কাম দপ্তরি পদে নিয়োগ পায় সাইফুল ইসলাম। বিদ্যালয়ে নিয়মিত প্রধান শিক্ষক না থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

কিন্তু হরিশংকরপুর ইউনিয়র পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদের দাপটে সাইফুল ইসলাম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই বেতন-ভাতা ভোগ করে গেছেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মামলার আসামি হয়েছেন সাইফুল ইসলাম।

সেই মামলার কারণে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে না গিয়েও হাজিরা খাতায় প্রভাব খাটিয়ে স্বাক্ষর করে নিয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা তৈরি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিদ্যালয়টিতে যেয়ে সাইফুল ইসলামের দেখা পাওয়া যায়নি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুব্রত ভৌমিক বলেন, বেশ কিছুদিন সাইফুল ইসলাম বিদ্যালয়ে আসেন না।

স্কুলে না আসার বিষয়ে সাইফুল ইসলামকে কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসকে তিনি বিষয়টি জানিয়েছেন। কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

স্কুলে না আসার কারণ জানতে সাইফুল ইসলামে মোবাইল নাম্বারে একাধিকবার ফোনকল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

মেহেরপুরের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড” এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুরের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক “মা সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম ও জাহানারা খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পিটিএ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সমাবেশে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তাঁদের মায়েরা অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানো।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, “একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা। তাই শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অপরিহার্য। যদি মা সচেতন হন, তাহলে তার সন্তান কখনোই ঝরে পড়বে না বরং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।”

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম বলেন, “বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হচ্ছে। এর পেছনে পারিবারিক উদাসীনতা, সচেতনতার অভাব এবং দারিদ্র্য অন্যতম কারণ। তবে যদি অভিভাবকদের—বিশেষ করে মায়েদের শিক্ষাবান্ধব করে তোলা যায়, তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।”

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যেন বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে। এ লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, আর এই সমাবেশ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”

সমাবেশে অংশ নেওয়া মায়েরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনেকেই জানান, আগে তাঁরা বিদ্যালয়ের বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না, তবে এখন থেকে নিয়মিত সন্তানের খোঁজখবর রাখবেন।

গাংনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য দু’টি বস্তু ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফোজিয়ারা খাতুন জানান, শিক্ষার্থীরা প্রথমে ৩য় তলায় বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে তাকে অবহিত করে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, ঘটনার পর বিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

[redacted]

[redacted]